মাধ্যমিক স্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য রচিত

সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাস

মূলঃ একদল বিশেষজ্ঞ আলেম

অনুবাদঃ মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দিল আজিজ

الْعَقِيْدَةُ

মাধ্যমিক স্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য রচিত
সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাস

মূল:

একদল বিশেষজ্ঞ আলেম

অনুবাদক:

মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দিল আযিয আল-মাদানী

সম্পাদক:

একদল বিজ্ঞ আলেম

প্রকাশক:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস

পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا؛ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. أَمَّا بَعْدُ:

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকটই সাহায্য কামনা করছি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি। উপরন্তু আমরা নিজেদের ও নিজেদের কর্মসমূহের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করছি। যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়েত দেন তাকে পথভ্রষ্টকারী আর কেউ নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়েত দানকারী আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক; তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে হিদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি সেটিকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

এটি হলো মাধ্যমিক স্তরের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত আকীদাহর সিলেবাসের চতুর্থ সংস্করণ। যা আমরা মুসলিম বিশ্বের সন্তানদের জন্য উপস্থাপন করছি। যা প্রস্তুত করতে গিয়ে রাসূলগণের শিরোমণি, মুত্তাকীদের অগ্রণী এবং নবী ও রাসূলগণের সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তরের সংশোধন এবং সেটিকে শিরক, সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে তাঁর দা'ওয়াত শুরু করেছেন। আর তা ছিলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ বাস্তবায়নের মাধ্যমে। নবী তাঁর দা'ওয়াতের শুরুতে বললেন:

قُوْلُوْا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ تُفْلِحُوْا.

"তোমরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলো: তথা আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে"।[১]

উক্ত ভিত্তির উপরই এ বিষয় তৈরি করা হয়েছে। যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় এর আলোকে এমন এক প্রজন্ম বেরিয়ে আসে যারা এ জাতি ও সমাজকে নিয়ে নাজাতের পথে যাত্রা করবে। যাতে তারা নিজেদের ধার্মিকতা ও দুনিয়ায় সফলতা ও সার্থকতা পেতে পারে।

---

[১]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীস ১৪৫৮ মুসলিম: হাদীস ১৯.

এটিকে এমন এক সুস্পষ্ট ভিত্তির উপর সহজভাবে তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে একজন ছাত্র আকীদা ও চিন্তার ক্ষেত্রে অশুদ্ধ থেকে শুদ্ধ জানতে সক্ষম হয়।

এ সিলেবাসের মাসআলাগুলোকে সালাফে সালেহের কর্মপন্থা অনুসারে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নির্গত শরয়ী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তথ্যগুলোকেও খুবই সন্নিবেশিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নিয়ে আসা হয়েছে। তেমনিভাবে প্রত্যেক বিষয়ের পেছনে প্রশিক্ষণমূলক কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছে। যা থেকে একজন ছাত্র তার ক্লাসগুলোকে পুনর্বার স্মরণ করতে ও নিজের জানা বিষয়গুলোকে হৃদয়ের গহীনে বসিয়ে নিতে সহযোগিতা পাবে।

এ কাজটি মূলতঃ এমন এক সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল, যা তৈরি ও সম্পাদনায় একদল যোগ্য আলিম ও প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেছেন। তা রচনায় মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির একদল আকীদা বিশেষজ্ঞ প্রফেসর অংশগ্রহণ করেছেন। এর অনুশীলনী তৈরি করেছেন সৌদি আরবের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন প্রশিক্ষক। এ বিষয়টি পুনর্বার দেখেছেন সুপ্রসিদ্ধ কয়েকজন বড় আলিম। এরপর আফ্রিকার কিছু মাদ্রাসায় এটিকে পরীক্ষামূলক চালু করা হয়েছে। অতঃপর এর প্রশিক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক শিক্ষককে বিশেষভাবে এর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ সংস্করণে বিশেষভাবে হাদীসগুলোকে পুনর্বার দেখা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এগুলোর বর্ণনা হিসেবে এগুলোর তাখরীজ এবং হাদীসের কিতাবগুলোতে এগুলোর স্থাননির্দেশের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে এ সংস্করণে বিশেষ করে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাড়তি বিষয় সংযোজন করা হয়েছে যা জানা একজন ছাত্রের জন্য আবশ্যক।

এসব করা হয়েছে আফ্রিকার দা'ওয়া কমিটির বিশেষ তত্ত্বাবধান ও যোগাযোগের ভিত্তিতে। উক্ত কমিটি মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রিকার মুসলিম সন্তানদের জন্য এ মহৎ কর্মটি উপস্থাপনের পাশাপাশি আল্লাহর নিকট এ আবেদন করছে যে, তিনি যেন এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি তৈরি, রচনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী সবাইকে লাভবান ও বরকতময় করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। পরিশেষে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাথীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শতকোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আফ্রিকান দা'ওয়া কমিটি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদেরকে ইসলামের সঠিক আকীদাহ-বিশ্বাস সম্পর্কিত ব্যাপক ও পরিপূর্ণ তথ্য প্রদান।

২. সালাফে সালিহীনের বুঝের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহর শরয়ী উদ্ধৃতির সাথে আকীদাহ-বিশ্বাস সংক্রান্ত মাসআলাগুলোর সম্পর্ক সাধন।

৩. বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের উপর ছাত্রদেরকে গড়ে তোলা। যাতে শিরক, কুফরি ও বিদআতের কোন সংমিশ্রণ থাকবে না। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾.

"তাদেরকে এটিই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা খাঁটি আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহরই ইবাদাত করবে"।[২]

৪. তাওহীদের তিনটি প্রকার সংক্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসকে ভঙ্গকারী বা ত্রুটিপূর্ণকারী সকল বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদেরকে জানিয়ে দেয়া। যাতে করে তাদের আকীদা-বিশ্বাস রক্ষা পায় এবং তাদের জীবনে চলে আসা শিরকের সকল ধরনের পদস্খলন থেকে তারা দূরে থাকতে পারে।

৫. ছাত্রদেরকে কিছু বিশেষ মূলনীতি ও ব্যাপক সূত্রের যোগান দেয়া। যাতে করে তারা এগুলোর আলোকে আকীদাহ ও চিন্তার ক্ষেত্রে ভুল থেকে শুদ্ধ বিষয়গুলো জানতে সক্ষম হয়।

৬. ছাত্রদেরকে প্রথম জাহিলী যুগের সাথে নব্য পৌত্তলিকতার বাহ্যিক সম্পর্কের কথা জানিয়ে দেয়া।

৭. মুসলিম বিশ্বের সন্তানদের জন্য বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের বিষয়ে একটি অভিন্ন সিলেবাস তৈরির প্রয়াস।

---

[২]. সূরা আল-বায়্যিনাহ: আয়াত: ৫.

কিছু নির্দেশনাবলী:

১. একজন সাবালকের জন্য তাওহীদের আকীদাহ অধ্যয়ন করা সর্বপ্রথম কর্তব্য। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় তাঁকে বললেন:

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

"তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম যে আহ্বান করবে, তা হলো এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"।[৩]

২. ছাত্রদের আমানতদার তথা তাদের দ্বিতীয় পিতা শিক্ষকের কর্তব্য হলো তাওহীদের তিনটি প্রকার সংক্রান্ত আকীদাকে ত্রুটিপূর্ণকারী সকল বিষয় ছাত্রদেরকে জানিয়ে দেয়া। যাতে তাদের আকীদা-বিশ্বাস রক্ষা পায় এবং তাদের জীবনে চলে আসা শিরকের সকল ধরনের পদস্খলন থেকে তারা দূরে থাকতে পারে।

৩. একজন শিক্ষক হলেন ছাত্রদের জন্য আদর্শ। তাই তাঁর ছাত্ররা কথা, কাজ ও আচার-আচরণে তাঁর অনুসরণ করে থাকে। কাজেই তাঁকে অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে অনুসরণ করতে হবে।

৪. একজন শিক্ষকের অবশ্যই আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নেয়ার অনুভূতি থাকতে হবে। আর তা হলো এমন একটি প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দেয়া যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী হবে। যদি শিক্ষক তাদেরকে সুন্দরভাবে প্রশিক্ষণ দিতে পারে তাহলে তাদের সাওয়াব সমতুল্য পুণ্য তিনিও পাবেন। যেহেতু তারা অচিরেই তাঁর আমলের ন্যায় আমল করবে। আর যদি তিনি খারাপ প্রশিক্ষণ দেন তাহলে তিনি নিজের ও তাঁর অনুসারীদের সকল গুনাহ বহন করবেন। আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

"কাউকে হিদায়েতের দিকে ডাকলে তার অনুসারীদের সাওয়াব সমতুল্য তার সাওয়াব হবে। তবে তাদের সাওয়াবের এতটুকুও ঘাটতি করা হবে না। আর কাউকে ভ্রষ্টতার দিকে ডাকলে তার অনুসারীদের পাপ সমতুল্য তার পাপ হবে। তবে তাদের পাপের এতটুকুও ঘাটতি করা হবে না।[৪]

---

[৩]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীস ৪৩৪৭ মুসলিম: হাদীস ১৯.

[৪]. ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন। হাদীস ২৬৭৪.

৫. একজন শিক্ষককে অবশ্যই সুন্দর পোশাকের অধিকারী ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। যেন তিনি এর মাধ্যমে ছাত্রদের সম্মান ও ভক্তি লাভ করতে পারেন। উপরন্তু তাঁর ক্লাসে যেন ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে।

৬. একজন শিক্ষকের উচিত, নিজ ক্লাসের বিষয়বস্তুর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা। নিজ ক্লাসের বিষয়গুলোকে ছাত্রদের ধারণক্ষমতা অনুসারে জ্ঞানগর্ভ ও অনুশীলনমুখী করে বিন্যাস করা। এ ব্যাপারে তিনি বিষয়ভিত্তিক পুস্তকাদির সহযোগিতা নিতে পারেন।

৭. একজন শিক্ষকের উচিত ছাত্রদের নিকট প্রশ্নোত্তরগুলো আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিগ্রাহ্য পন্থায় তুলে ধরা।

৮. একজন শিক্ষকের দায়িত্ব হলো নিজ ছাত্রদেরকে বাস্তবতা ও নিজ সমাজে প্রচলিত বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা। তাদের জন্য এমন দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যা সমাজে চলমান। যাতে তারা এ কথা বুঝতে পারে যে, ইসলামের মূলনীতিগুলো এখনো জীবন্ত এবং ইসলামের শিক্ষাগুলো সর্বদা ও সর্ব জায়গায় সমানভাবে প্রযোজ্য।

ঈমান ও তাওহীদ বিধ্বংসী এবং সেগুলোর পরিপূর্ণতা বিরোধী বিষয়াদিঃ

ঈমান বিধ্বংসী প্রথম বিষয়ঃ কুফরিঃ

কুফরির সংজ্ঞা।
কুফরির প্রকারভেদ।
বড় কুফরির কিছু শব্দ ও কাজের দৃষ্টান্ত।

*** আমি যা জানতে চাইঃ**

১. কুফরির সংজ্ঞা ও তার প্রকারসমূহ।

২. দলীলসহ ইসলাম থেকে বের করে দেয় এমন কুফরির প্রকারসমূহ।

৩. শাব্দিক ও কর্মগত বড় কুফরির কিছু দৃষ্টান্ত।

প্রথমতঃ কুফরিঃ

কুফরির সংজ্ঞাঃ

আভিধানিক অর্থে কুফর মানে ঢেকে রাখা ও আচ্ছাদিত করা। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর শব্দটি ঈমানের বিপরীত।

কুফর আবার দু' প্রকারঃ

প্রথম প্রকারঃ বড় কুফরি। যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে বাধ্য করে। এটি আবার পাঁচ প্রকার:

প্রথম প্রকারঃ মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করার কুফরিঃ

আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করা এবং এমন দাবি করা যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যিই অসত্য নিয়ে এসেছেন। যা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে বুঝা যায়। যাতে বলা হয়েছে,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ، أَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِيْنَ﴾.

"তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা সত্য আসার পর সেটিকে অস্বীকার করে? কাফিরদের আবাসস্থল কি জাহান্নামের ভেতর নয়?"[৫]

দ্বিতীয় প্রকারঃ সত্য জানা সত্ত্বেও অহঙ্কারবশত তা অস্বীকার করার কুফরিঃ

আর তা হলো এ কথা স্বীকার করা যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। তবে সে অহঙ্কারবশত এবং সত্য ও সত্যবাদীদেরকে হেয় করার মানসিকতায় সেটির অনুসরণকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ﴾.

[৫]. সূরা আল-আনকাবূত: আয়াত: ৬৮.

"যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম: তেমরা আদমকে সাজদাহ করো। তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই তাকে সাজদাহ করলো। সে অহঙ্কারবশত আদেশ অমান্য করলো। কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো"।[৬]

তৃতীয় প্রকার: সন্দেহের কুফরি:

আর তা হলো সত্যের অনুসরণ ও সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে দ্বিধা করা। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত বিষয়ের অনুসরণে দ্বিধা করলো কিংবা বাস্তব সত্যটি এর বিপরীত বলে ধারণা করলো তাহলে সে ধারণা ও সন্দেহের কুফরিতে লিপ্ত হলো। এর দলীল স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هَذِهِ أَبَداً، وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّيْ لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ: أَكَفَرْتَ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً، لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّيْ وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبِّيْ أَحَداً﴾.

"সে নিজের প্রতি জুলুম করে তার বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো: আমার ধারণা যে, এটি কোনদিনও ধ্বংস হবে না। আমি আরো ধারণা করি যে, কিয়ামত কায়িম হবে না। আর যদি আমাকে নিজ প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হয়ই, তাহলে আমি অবশ্যই এর চেয়ে আরো উত্তম স্থান পাবো। কথার প্রসঙ্গে তার সাথী বললো: তুমি কি সেই সত্তাকে অস্বীকার করছো যিনি তোমাকে মাটি অতঃপর বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তোমাকে পূর্ণাঙ্গ একজন পুরুষ বানিয়েছেন। তবে আমার কথা হলো সেই আল্লাহই আমার প্রকিপালক। আমি নিজ প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করি না"।[৭]

চতুর্থ প্রকার: অবহেলার কুফরি:

আর তা হলো সত্যের প্রতি কোন ধরনের ভ্রূক্ষেপ না করা। না সে তা শিখছে। না সে সেটির উপর আমল করছে। না সংক্ষিপ্তাকারে। না বিস্তারিতভাবে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّا أُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ﴾.

"কাফিরদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে"।[৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত বিষয়ের প্রতি মৌখিকভাবে অবহেলা দেখালো যেমন সে বললো: আমি এর অনুসরণ করি না, না আমি এমন কাজ করি অথবা এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই তাহলে সে অবহেলাগত কুফরিতে লিপ্ত।

পঞ্চম প্রকার: মুনাফিকিজনিত কুফরি:

---

[৬]. সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত: ৩৪.

[৭]. সূরা আল-কাহফ: আয়াত: ৩৫-৩৮.

[৮]. সূরা আল-আহকাফ: আয়াত: ৩.

আর তা হলো প্রকাশ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত বিষয়ের অনুসরণ করা এবং অন্তরে তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُوْنَ﴾.

"আর এর কারণ হলো এই যে, তারা ঈমান এনে অতঃপর কুফরি করে। তাই তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা কিছুই বুঝে না"।[৯]

দ্বিতীয় প্রকার: ছোট কুফরি। যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। সেগুলো এমন গুনাহ যেগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহে কুফরি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ সেগুলো বড় কুফরি পর্যন্ত পৌছায় না। যেমন: নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত নিআমতের কুফরি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ﴾.

"আল্লাহ তা'আলা একটি জনবসতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। যেটি নিরাপদ ও চিন্তা-ভাবনাহীন ছিলো। সবজায়গা থেকে সেখানে আসতো জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহর নিআমতরাজির সাথে কুফরি করলো"।[১০]

তেমনিভাবে কোন মুসলমানের সাথে হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া। এর দলীল স্বরূপ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"একজন মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হওয়া কুফরি"।[১১]

বড় কুফরি সংক্রান্ত কিছু শব্দ ও কাজের দৃষ্টান্ত:

প্রথমত: কুফরি শব্দাবলীর কিছু দৃষ্টান্ত:

১. আল্লাহ, ইসলাম অথবা ফিরিশতাদের সবাইকে কিংবা কাউকে গালি দেয়া।

২. নবী ও রাসূলগণের কাউকে গালি দেয়া।

৩. আল্লাহ, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর রাসূলগণ অথবা ধর্মকে নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করা।

৪. যে বললো: আমি আল্লাহকে ভয় করি না অথবা আমি আল্লাহকে ভালোবাসি না।

৫. যে বললো: কিছু লোকের পক্ষে পুরো বিশ্বে কিংবা তার কোন অংশে প্রভাব

---

[৯]. সূরা আল-মুনাফিকূন: আয়াত: ৩.

[১০]. সূরা আন-নাহল: আয়াত: ১১২.

[১১]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ১/১১০ আল-ফাতহ হাদীস ৪৮ মুসলিম: ১/৮১ হাদীস ৬৪.

বিস্তার করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ কুফরি কাজের কিছু দৃষ্টান্তঃ

১. জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ময়লা জায়গায় কুরআন শরীফ নিক্ষেপ করা।

২. জায়িয মনে করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের আলোকে বিচার কার্য পরিচালনা করা।

৩. জায়িয মনে করে জাদু করা এবং জাদুর শিক্ষা নেয়া ও শিক্ষা দেয়া।

অনুশীলনীঃ

১. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে কুফরির সংজ্ঞা দাও।

২. বড় কুফরি যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় সেটির প্রকারগুলো প্রত্যেকটির একটি দলীলসহ উল্লেখ করো।

৩. ছোট কুফরি যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না সেটি কাকে বলে একটি দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করো।

৪. কুফরির শব্দ ও কর্মের প্রত্যেকটির দু'টি করে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করো।

৫. বড় কুফরি ও ছোট কুফরির মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো উল্লেখ করো।

দ্বিতীয় ঈমান বিধ্বংসী বস্তুঃ মুনাফিকি

সংজ্ঞা।
প্রকারভেদ।
বিশ্বাস ও কর্মগত মুনাফিকির কিছু দৃষ্টান্ত।
সমাজের উপর মুনাফিকির কুপ্রভাব।

*** আমি যা জানতে চাই:**

১. দলীলসহ মুনাফিকির সংজ্ঞা।

২. মুনাফিকির প্রকারসমূহ এবং দৃষ্টান্তসহ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা।

৩. সমাজের উপর মুনাফিকির কুপ্রভাব।

দ্বিতীয়ত: মুনাফিকি:

সংজ্ঞা: মুনাফিকি হলো ইসলাম ও কল্যাণকে প্রকাশ করা এবং কুফরি ও অকল্যাণকে লুকিয়ে রাখা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে সতর্ক করে বলেন:

﴿إِنَّ الْـمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ﴾.

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা ফাসিক তথা শরীয়তের বাইরে তাদের অবস্থান"।[১২]

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে কাফিরদের চেয়েও নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الْـمُنَافِقِيْنَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾.

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে"।[১৩]

মুনাফিকি দু' প্রকার:

প্রথম প্রকার: বিশ্বাসগত মুনাফিকি:

আর তা হলো সেই মুনাফিকি যেই মুনাফিক কুফরিকে লুকিয়ে রেখে ইসলামকে প্রকাশ করে। এ প্রকারের মুনাফিকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। এ মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। যার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে দেয়া হলো:

১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত কোন বিষয়কে কারো অপছন্দ করা। যেমন: সালাত, হজ্জ অথবা যাকাত।

২. নির্দিষ্ট কোন যুদ্ধে মুশরিকদের সামনে মুসলমানদের পরাজয়ে কারো খুশি হওয়া।

৩. মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে কারো ব্যথিত হওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: কর্মগত মুনাফিকি:

আর তা হলো অন্তরে ঈমান থাকা সত্ত্বে মুনাফিকদের এমন কোন কর্ম সম্পাদন করা যা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছায় না। এটি মূলতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়

---

[১২]. সূরা আত-তাওবাহ: আয়াত: ৬৭.

[১৩]. সূরা আন-নিসা: আয়াত: ১৪৫.

না। তবে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার উসিলা বটে। এমন ব্যক্তির মাঝে মুনাফিকির কিছু চরিত্রের পাশাপাশি ঈমানও রয়েছে।

এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ

১. কেউ কোন কিছুর ওয়াদা করে মনে মনে সেই ওয়াদা পূরণ না করার নিয়্যাত করা।

২. কেউ কথা বলতে গিয়ে তার কথায় মিথ্যা বলা।

৩. কারো নিকট নির্দিষ্ট কোন কিছু আমানত রাখলে সেই আমানত আত্মসাৎ করা। এর দলীল হিসেবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

آيَةُ الْـمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُـمِنَ خَانَ.

"মুনাফিকের আলামত হলো তিনটি: সে কথা বললে মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে তা রক্ষা করবে না এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে সে তা আত্মসাৎ করবে"।[১৪]

ব্যক্তি ও সমাজের উপর মুনাফিকির কুপ্রভাবঃ

ব্যক্তি ও সমাজের উপর মুনাফিকির উভয় প্রকারের মারাত্মক কিছু কুপ্রভাব রয়েছে। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. মুনাফিকি বিশ্বাসগত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং তার ব্যাপারে কঠিন শাস্তি সাব্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الْـمُنَافِقِيْنَ فِيْ الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، وَلَنْ تَجِدَ لَـهُمْ نَصِيْراً﴾.

"নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে। আর আপনি কক্ষনো তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না"।[১৫]

২. সমাজের সদস্যদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষের প্রচার-প্রসার।

৩. সামাজিক দুর্বলতা ও তা ভেঙ্গে পড়া এবং তাকে বেষ্টনকারী বিপদাপদ মুকাবিলায় তার অক্ষমতা।

অনুশীলনী:

১. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে মুনাফিকির সংজ্ঞা দাও।

২. ধর্মের ব্যাপারে কারা বেশি ভয়ানক: কাফির, না মুনাফিক? এবং কেন?

৩. বড় মুনাফিকি কী? তার সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রকারভেদ উল্লেখ করো।

৪. কর্মগত মুনাফিকি কী? তার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

---

[১৪]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ১/৮৯ আল-ফাতহ হাদীস ৩৩ মুসলিম: ১/৭৮ হাদীস ৫৯.

[১৫]. সূরা আন-নিসা: আয়াত: ১৪৫.

দ্বিতীয় ঈমান বিধ্বংসী বস্তুঃ শিরক

সংজ্ঞা।
আমরা কেন শিরক অধ্যয়ন করবো?
শিরক সংঘটিত হওয়ার কারণ।
এ উম্মতের মাঝে কি শিরক সংঘটিত হবে?
শিরকের প্রকারভেদ।
প্রথম প্রকারঃ বড় শিরক।
দ্বিতীয় প্রকারঃ ছোট শিরক।
ব্যক্তি ও সমাজের উপর শিরকের কুপ্রভাব।

*** আমি যা জানতে চাই:**

১. শিরকের সংজ্ঞা এবং দলীলসহ আমরা কেন তা অধ্যয়ন করবো?
২. দলীলসহ শিরক সংঘটিত হওয়ার কারণ।
৩. মুসলিম উম্মাহর মাঝে শিরক কি অচিরেই সংঘটিত হবে?
৪. দলীলসহ শিরকের প্রকারসমূহ।
৫. সমাজের উপর শিরকের কুপ্রভাবসমূহ।

তৃতীয়ত: শিরক

সংজ্ঞা: শিরক হলো ইবাদাতের কোন প্রকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যয় করা অথবা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সমপর্যায়ে রাখা।

আমরা কেন শিরক সম্পর্কে জানবো?

আমরা শিরক সম্পর্কে জানবো কিছু বিশেষ কারণে যা নিম্নরূপ:

১. শিরক হলো মানব সম্পাদিত সর্ববৃহৎ গুনাহ যা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ।

২. শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। যা সবচেয়ে বড় ওয়াজিব তাওহীদের বিপরীত।

৩. আমরা তা অধ্যয়ন করবো তা থেকে সতর্ক ও দূরে থাকা এবং সেটিকে ভয় করা ও অন্যকে সে ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يَا بُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾.

"স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন লুকমান তার ছেলেকে নসীহত করে বললো: হে আমার ছেলে! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম"।[১৬]

শিরক সংঘটিত হওয়ার কারণ:

আদম সন্তানের মাঝে শিরক সংঘটিত হওয়ার স্বাভাবিক কারণ হলো নেককারদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْراً﴾.

"তারা বললো: তোমরা নিজেদের দেবদেবীদেরকে কখনো পরিত্যাগ করো না। তোমরা অবশ্যই পরিত্যাগ করো না ওয়াদ অথবা সুওয়া'কে, না ইয়াগূস, ইয়াঊক ও নাসরকে"।[১৭]

---

[১৬]. সূরা লুকমান: আয়াত: ১৩.
[১৭]. সূরা নূহ: আয়াত: ২৩.

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, তাওহীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হলো নেককারদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি।

এ উম্মতের মাঝে কি শিরক সংঘটিত হবে?

নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে হয় যে, এ উম্মতের মাঝে বাস্তবেই অনেক ধরনের শিরক সংঘটিত হয়েছে। যেমন: নেককারদেরকে আহ্বান করা, তাদের জন্য জবাই ও মানত করা।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এ সংবাদ প্রমাণিত যে, এ উম্মতের মাঝে সুস্পষ্ট ধরনে শিরক সংঘটিত হবে। আর তা হলো মূর্তিপূজা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوْا الْأَوْثَانَ...

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং তারা মূর্তিপূজা করবে"।[১৮]

শিরকের প্রকারভেদ:

শিরক দু' প্রকার: বড় ও ছোট।

১. বড় শিরক:

বড় শিরক মানে কিছু ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যয় করা। যেমন: লাভ ও ক্ষতির মালিক বলে বিশ্বাস করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা, আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় অন্য কাউকে ভালোবাসা ও তার জন্য জবাই করা, আল্লাহকে সম্মান করার ন্যায় অন্য কাউকে সম্মান করা অথবা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডাকা কিংবা আল্লাহর আনুগত্যের ন্যায় অন্য কারো আনুগত্য করা বা আসল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইচ্ছা করা।

এ জাতীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং জাহান্নামকে করবেন তার ঠিকানা"।[১৯]

২. ছোট শিরক:

এটি হলো বড় শিরকের পরের পর্যায়ের। যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে না। তবে তা তাওহীদকে ত্রুটিপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট আমলকে ধ্বংস করে দিবে। উপরন্তু এটি বড় শিরকের উসিলাও বটে। যেমন: ইবাদাতের ক্ষেত্রে লোক দেখানোর

---

[১৮]. ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি উল্লেখ করেন। ৪/৯৮ হাদীস ৪৩৫২ তিরমিযী: ৪/৪৯৯ হাদীস ২২১৯. তবে শব্দগুলো হলো তিরমিযীর।

[১৯]. সূরা আল-মায়িদাহ: আয়াত: ৭২.

ইচ্ছা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা এবং তাবিজ ঝুলানো ইত্যাদি।

ব্যক্তি ও সমাজের উপর শিরকের প্রচুর কুপ্রভাব রয়েছে। তম্মধ্যকার কিছু নিম্নরূপঃ

১. বড় শিরক আমলকে নষ্ট ও জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে বাধ্য করে।

২. আল্লাহ ছাড়া মানুষের একে অপরের গোলামি করা।

৩. মানুষের মাঝে বিদআত ও কুসংস্কারের প্রচার-প্রসার।

৪. যে সমাজে শিরক বিস্তৃত তা সাধারণত অশ্লীলতা, পাপ ও জুলুমে পরিপূর্ণ থাকে। তেমনিভাবে তাতে শক্তিহীনতা এবং মানসিক ও আত্মিক দুর্বলতা ছড়িয়ে পড়ে। যা হলো মূলতঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা ও তার থেকে সাহায্য কামনার কুফল মাত্র। এ ছাড়াও এর আরো অনেক কুপ্রভাব রয়েছে।

অনুশীলনীঃ

১. শিরকের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর এ কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করো যে, এটি কেন এতো বড় পাপে রূপান্তরিত হলো?

২. নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রমাণ উল্লেখ করো:

ক. আল্লাহ তা'আলা মুশরিককে ক্ষমা করবেন না।

খ. আল্লাহ তা'আলা মুশরিকের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং জাহান্নাম হলো তার ঠিকানা।

৩. মুসলিম উম্মাহর মাঝে শিরক কি সংঘটিত হবে? এর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করো।

৪. শিরকের দরুন ব্যক্তি ও সমাজের উপর নিপতিত কিছু কুপ্রভাব উল্লেখ করো।

৫. নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর সামনে (√) সঠিক বা (x) ভুলের চিহ্ন দাও:

ক. বড় শিরক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তবে সে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। ( ).

খ. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করতে সক্ষম নয় এমন কিছু কারো নিকট আশা করা ছোট শিরক। ( ).

গ. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা ছোট শিরক। ( ).

মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু শিরকী ও কুফরি আমলের কিছু দৃষ্টান্তঃ

ঝাড়ফুঁক।
তাবিজ-কবচ।
গাছ, পাথর ইত্যাদির মাধ্যমে বরকত হাসিল করা।
গায়েব জানার দাবি করা।
যাদু।
জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যা।
গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা দেখে কোন অঘটনের সংবাদ দেয়া।
কবর ও মাযারকে সম্মান করা এবং কুরবানী ও মানতের মাধ্যমে সেগুলোর নৈকট্যার্জন।
কবর যিয়ারত।

*** আমি যা জানতে চাইঃ**

১. দৃষ্টান্তসহ الرُّقَى এর সংজ্ঞা।

২. শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুঁক এবং দলীলসহ এর শর্তসমূহ ও ধরন।

৩. নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁক ও তার বিধান।

৪. التَّمَائِمُ এর অর্থ ও এর দৃষ্টান্তসমূহ।

৫. দলীলসহ التَّمَائِمُ এর প্রকার ও বিধানসমূহ।

৬. শিরকী তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে একজন মুসলমানের অবস্থান।

١- الرُّقَى

১. ঝাড়ফুঁক

الرُّقَى এর অর্থঃ

الرُّقَى শব্দটি মূলতঃ رُقْيَةٌ শব্দের বহুবচন। তা হলো এমন মন্ত্র যার মাধ্যমে জ্বর, মৃগী ইত্যাদি জাতীয় বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করা হয়। যেটিকে আরবীতে الْعَزَائِمُ ও বলা হয়।

ঝাড়ফুঁকের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের বিধানঃ

প্রথম প্রকারঃ শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুঁকঃ

আর তা হলো শিরকমুক্ত ঝাড়ফুঁক। তথা রোগীর উপর কুরআনের কিছু অংশ পড়া হবে অথবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে তাকে ঝাড়ফুঁক করা হবে। এটি মূলতঃ জায়িয। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন ঝাড়ফুঁক করেছেন। এমনকি তিনি এমন ঝাড়ফুঁক করার আদেশও করেছেন। উপরন্তু তিনি এটিকে জায়িযও করেছেন।

শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুঁকের শর্তসমূহঃ

শরীয়তসম্মত ঝাড়ফুঁকের কিছু শর্ত রয়েছে। যা জানা উচিত এবং তা নিম্নরূপঃ

১. তা কুরআন-সুন্নাহ এবং শরয়ী দু'আর মাধ্যমে হতে হবে।

২. তা আরবী ভাষা ও যে কোন বোধগম্য ভাষায় হতে হবে।

৩. এ বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সুস্থতা দানকারী। এগুলো কেবল মাধ্যম মাত্র।

ঝাড়ফুঁক করার ধরনঃ

কুরআনের আয়াত অথবা প্রমাণিত নববী দু'আ পড়ে রোগীর উপর ফুঁ দিবে। যা

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ! أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِهِ، وَأَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً.

"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর কোন স্ত্রীকে ঝাড়ার সময় ডান হাত দিয়ে শরীর মুছে দিয়ে বলতেন: **اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ!...** যার অর্থ: হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করুন এবং তাকে সুস্থ করে দিন। আপনিই একমাত্র সুস্থতাদাতা। আপনার সুস্থতাদান ছাড়া আর কেউ সুস্থতা দিতে পারে না। আপনি এমন সুস্থতা দিবেন। যার পর আর কোন রোগই থাকবে না"।[২০]

দ্বিতীয় প্রকার: নিষিদ্ধ ঝাড়ফুঁক:

আর তা হলো শিরক মিশ্রিত ঝাড়ফুঁক। যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার মাধ্যমে তার সাহায্য চাওয়া হয়। যেমন: জিন, ফিরিশতা, নবী বা নেককারদের নামে ঝাড়ফুঁক করা। এটি মূলতঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা। যা বড় শিরক।

[২০]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ১০/২০৭ আল-ফাতহ হাদীস ৫৭৪৩.

2- التَّمَائِمُ

২. তাবিজ-কবচ

التَّمَائِمُ এর অর্থঃ

التَّمَائِمُ শব্দটি মুলতঃ تَمِيْمَةٌ শব্দের বহুবচন। আর তা হলো কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য বাচ্চাদের গলায় যা ঝুলানো হয় তা। আবার কখনো কখনো তা বয়স্ক পুরুষ ও মহিলার শরীরে কিংবা পশু ও গাড়ি ইত্যাদিতে ঝুলানো হয়।

তাবিজের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের বিধানঃ

প্রথম প্রকারঃ

আর তা হলো কুরআন থেকে সংগৃহীত। তথা কুরআনের কিছু আয়াত লিখে চিকিৎসার নিয়তে সেগুলোকে কোথাও ঝুলিয়ে দেয়া। এ জাতীয় তাবিজ ঝুলানোর বিধানের ব্যাপারে আলিমগণ দু'টি মত ব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যকার বিশুদ্ধ মত হলো এ জাতীয় তাবিজ ঝুলানো নিষেধ। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত বাণীটি ব্যাপক। যাতে বলা হয়েছে,

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে নিশ্চয়ই শিরক করলো"।[২১]

তাবিজের দ্বিতীয় প্রকারঃ

আর তা হলো কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর তাবিজ। যা মানুষের গায়ে ঝুলানো হয়। যেমনঃ দানা, হাড়, চামড়া, কড়ি, সূতা, জুতা, পেরেক, জিনের নাম ও অবোধগম্য কিছু রেখা বা সংখ্যা। এটি একেবারেই হারাম এবং এটি ছোট শিরকও বটে। এর ব্যবহারকারীর বিশ্বাস অনুযায়ী এটি কখনো কখনো বড় শিরকে রূপান্তরিত হয়। হাদীসে বর্ণিতঃ

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ.

"যে ব্যক্তি কোন কিছু ঝুলালো তাকে সেটির দিকেই ন্যস্ত করা হবে"।[২২]

শিরকী ঝাড়ফুঁক ও তাবিজের ব্যাপারে একজন মুসলমানের ভূমিকাঃ

আমরা যখন সুস্পষ্টভাবে এ কথা জানিয়ে দিলাম যে, কিছু কিছু তাবিজ ও ঝাড়ফুঁক

---

[২১]. ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ৪/১৫৬ হাকিমঃ ৪/২১৯.

[২২]. ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ৪/৩১০ তিরমিযীঃ ৪/৪০৩ হাদীস ২০৭২.

অবশ্যই শিরক। কাজেই আমাদেরকে এ কথা অবশ্যই জানতে হবে যে, এ জিনিসগুলোর ব্যাপারে একজন মুসলমানের কী ধরনের ভূমিকা থাকা চাই। কারণ, একজন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হলো তার আকীদা-বিশ্বাসকে এমন সকল বস্তু থেকে হিফাজত করা যা তার আকীদা-বিশ্বাসকে বিনষ্ট বা ত্রুটিপূর্ণ করে। কাজেই সে নাজায়িয কোন ওষুধ সেবন করতে পারে না। তেমনিভাবে তাকে অবশ্যই শিরকী তাবিজ-কবচ ও ঝাড়ফুঁক থেকে দূরে ও সতর্ক থাকতে হবে। সে কখনো রোগের চিকিৎসার জন্য কুসংস্কারপন্থী ও ভেলকিবাজদের দ্বারস্থ হবে না। যেহেতু তারা তার অন্তর ও বিশ্বাসকে আরো রোগাক্রান্ত করে ফেলবে। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

অনুশীলনী:

১. দলীল উল্লেখসহ الرُّقَى এর সংজ্ঞা ও এর প্রকারগুলো বলো।

২. শরয়ী ঝাড়ফুঁকের শর্তসমূহ কী?

৩. التَّمَائِمُ এর সংজ্ঞা কী?

৪. কুরআন অথবা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা লিখিত তাবিজ-কবচ ঝুলানোর বিধান কী? শুদ্ধ মতটি দলীলসহ বর্ণনা করো।

৫. কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর তাবিজ ঝুলানোর বিধান কী? যেমন: দানা, হাড় ইত্যাদি। দলীলসহ বর্ণনা করো।

৬. ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি জাতীয় শিরকী আমলের ব্যাপারে একজন মুসলমানের কী করা কর্তব্য তা উল্লেখ করো।

*** আমি যা জানতে চাইঃ**

১. দলীলসহ তাবাররুকের অর্থ ও বিধান।
২. দৃষ্টান্তসহ গায়েবী জ্ঞানের দাবি করার অর্থ ও বিধান।
৩. দলীল ও দৃষ্টান্তসহ যাদুর সংজ্ঞা ও বিধান।
৪. দলীলসহ জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যার সংজ্ঞা এবং বিধান।
৫. সমাজের উপর জ্যোতিষী, গণক ও যাদুকরের ভয়াবহতা।
৬. শিরকের সাথে জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যা এবং যাদুর সম্পর্ক।
৭. তানজীমের বিধান ও সংজ্ঞা এবং দলীলসহ মুনাজ্জিমের নিকট আসার বিধান।

3- التَّبَرُّكُ بِالشَّجَرِ وَالْحَجَرِ وَنَحْوِهِمَا

৩. গাছ, পাথর ইত্যাদির বরকত হাসিল করা

التَّبَرُّك এর অর্থঃ

التَّبَرُّك মানে বরকত চাওয়া। আর বরকত মানে কোন বস্তুর মাঝে কল্যাণ আসা ও তা বৃদ্ধি পাওয়া। যিনি এর মালিক ও তা করতে সক্ষম তিনি ছাড়া তা আর কারো কাছে চাওয়া যাবে না। আর তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলা।

বরকত চাওয়ার বিধানঃ

কোন জায়গা, ঐতিহাসিক বস্তু, পাথর এবং জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের কাছে বরকত চাওয়া জায়িয নয়। যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম যখন এমন এক গাছের পাশ দিয়ে গেলেন যা থেকে কাফিররা বরকত কামনা করে ও তার উপর নিজেদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখে, যার নাম ছিলো "যাতু আনওয়াত" তখন তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য একটি "যাতু আনওয়াত" নির্ধারণ করুন যেমনিভাবে তাদের জন্য একটি "যাতু আনওয়াত" রয়েছে। তখন তিনি বললেন:

اللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ لِمُوْسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

"আল্লাহু আকবার! এটি হলো মূলতঃ আদর্শের মিল বা সাধারণ রীতি। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা তাই বলেছো যা বনী ইসরাঈলরা মূসা (আলাইহিস-সালাম) কে বলেছিলো: আপনি আমাদের জন্য একজন ইলাহ নির্ধারণ করুন যেমনিভাবে তাদের জন্য অনেকগুলো ইলাহ রয়েছে। তখন তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তোমরা মূর্খ

জাতি। নিশ্চয়ই তোমরা অবশ্যই পূর্ববর্তীদের আদর্শ অনুসরণ করবে"।[২৩]

অনুশীলনী:

১. التَّبَرُّك এর সংজ্ঞা এবং এর উদ্দেশ্য কী?

২. ঐতিহাসিক বস্তু, গাছ ইত্যাদির বরকত কামনা করা কি জায়িয? তোমার বক্তব্য দলীলসহ উল্লেখ করো।

4- ادِّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ

৪. গায়েবী জ্ঞানের দাবি করা

গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য:

গায়েব মানে যা মানুষের অদৃশ্য বটে তবে আল্লাহ তা বিশেষভাবে জানেন। আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ﴾.

"হে রাসূল! আপনি বলুন: আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও জমিনের কেউ গায়েব জানে না"।[২৪]

গায়েবী জ্ঞানের দাবি করার বিধান:

যে ব্যক্তি যে কোন মাধ্যমে গায়েবী জ্ঞানের দাবি করলো সে মিথ্যুক ও কাফির। তবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যা দিয়েছেন তা ভিন্ন।

গায়েবী জ্ঞান দাবি করার ধরনসমূহ:

গায়েবী জ্ঞান দাবি করার বিভিন্ন ধরন রয়েছে যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. হস্তরেখা বা পেয়ালা পড়া।

২. জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যা।

৩. গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা দেখে কোন অঘটনের সংবাদ দেয়া।

---

[২৩]. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ৪/৪৭৫ হাদীস ২১৮০ আহমাদ: ৫/২১৮ তাবারানী/কবীর: হাদীস ৩২৯১. তবে শব্দগুলো তাবারানীর।

[২৪]. সূরা আন-নামাল: আয়াত: ৬৫.

5- السِّحْرُ

৫. যাদু

যাদুর সংজ্ঞা:

আর তা হলো এমন কিছু মন্ত্র, ফুঁকানো গিরা, ঝাড়ফুঁক, উচ্চারিত কিছু কথা, ওষুধ ও ধোঁয়া দেয়া যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শয়তান থেকে শিখে এবং সে শয়তানের জন্য অবনত হয়। এর বাস্তবতা রয়েছে। এগুলোর কিছু ব্যক্তির অন্তরে ও শরীরে প্রভাব ফেলে। ফলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাউকে আবার মেরেও ফেলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে। তবে তার এ প্রভাব আল্লাহর অনুমতিতেই হয়ে থাকে। যা তিনি তাকদীরের ভিত্তিতেই দুনিয়ার যে কারো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এ জন্যই শরীয়ত প্রণেতা এটিকে শিরকের সাথে মিলিয়ে উল্লেখ করেন। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْـمُوْبِقَاتِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ.

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে দূরে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: সেগুলো কী? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন: আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং যাদু"।[২৫]

যাদুর বিধান:

যাদু হলো কুফরি ও শিরক যা আকীদাকে ধ্বংস করে। আর যাদুকরের দণ্ডবিধি হলো হত্যা। যা প্রশাসকের পক্ষ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

যাদু যে কুফরি তা আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী বুঝায়। যাতে আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوْا، يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾.

"বরং শয়তানরাই কুফরি করেছিলো। তারা মানুষদেরকে যাদু শেখাতো"।[২৬]

---

[২৫]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ৫/৩৯৩ আল-ফাতহ হাদীস ২৭৬৬ মুসলিম: ১/৯২ হাদীস ৮৯.

[২৬]. সূরা আল-বাকারাহ: আয়াত: ১০২.

٦- الْكِهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ

৬. জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যা

الْعِرَافَة ও الْكِهَانَة এর সংজ্ঞা:

এগুলো মূলতঃ গায়েবী জ্ঞানের দাবি করা মাত্র। যেমন: অচিরেই জমিনে কী ঘটবে এবং অচিরেই একজন মানুষ কী অর্জন করবে উপরন্তু হারানো জিনিসের স্থান সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। এটি সাধারণত শয়তান জিনদেরকে ব্যবহার করার মাধ্যমেই করা হয় যারা আকাশের সংবাদ চুরি করে শুনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِيْنُ، تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ، يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُوْنَ﴾.

"আমি কি তোমাদেরকে জানাবো, কাদের নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম মিথ্যুক ও পাপীর নিকট। ওরা কান পেতে থাকে। আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী"।[২৭]

জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যার বিধান:

জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যার আদান-প্রদান মূলতঃ বড় শিরক এবং জ্যোতিষী ও গণকের নিকট যাওয়া হারাম। উপরন্তু গায়েব জানার ব্যাপারে তাদেরকে সমর্থন করা কুফরি। যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র গায়েবী জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যা কিংবা অন্য কোন মাধ্যমে গায়েবী জ্ঞানের কোন বিষয়ে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বের দাবি কিংবা এ জাতীয় দাবিদারকে সত্য বলে মনে করলো সে নিশ্চয়ই আল্লাহর বিশেষত্বের ব্যাপারে শরীক নির্ধারণ করলো। আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

مَنْ أَتَى كَاهِناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের নিকট এসে তার কথা বিশ্বাস করলো সে মূলতঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর নাযিলকৃত কুরআনকে অস্বীকার করলো"।[২৮]

সমাজের উপর জ্যোতিষী, যাদুকর ও গণকের ভয়াবহ প্রভাব:

১. মানুষের আকিদা-বিশ্বাস নিয়ে তামাশা ও তা ধ্বংস করা।

২. আউলিয়ার বেশে মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলা।

৩. ভেলকিবাজির প্রচার ও প্রসার। যা মূলতঃ শয়তানী কাজ।

---

[২৭]. সূরা আশ-শুআরা: আয়াত: ২২১-২২৩.

[২৮]. ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ২/৪২৯ হাকিম: ১/৮ তিনি বলেন: বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী এটির সনদ বিশুদ্ধ।

শিরকের সাথে যাদু, জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যার সম্পর্ক:

মূলতঃ যাদু, জ্যোতিষ ও গণন বিদ্যা এগুলো শয়তানী কাজ। যা তাওহীদকে বিনষ্ট করে। যেহেতু এগুলো শিরকী মাধ্যম ছাড়া হাসিল হয় না।

7- التَّنْجِيْمُ

৭. গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করা

التَّنْجِيْمُ এর সংজ্ঞা:

আর তা হলো গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা দেখে দুনিয়ার অঘটনের দলীল পেশ করা। যেমন: এমন বলা যে, যে ব্যক্তি অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়কালে বিবাহ করবে তার এমন এমন সমস্যা হবে।

এমন ভবিষ্যদ্বক্তা ও তার কাছে আসা লোকের বিধান:

কখনো কখনো কিছু মূর্খ ও দুর্বল ঈমানদাররা এ জাতীয় ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন, তার জীবনে কী ঘটতে যাচ্ছে এবং তার জীবন সঙ্গিনী ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞানের দাবি করে কিংবা গায়েবী জ্ঞানের দাবিদারকে সত্য মনে করে সে মুশরিক ও কাফির। যেহেতু ইতিপূর্বে জ্যোতিষী ও গণকের নিকট আসার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। তেমনিভাবে হাদীসে কুদসীতে আছে,

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ.

"সকাল বেলায় আমার কিছু বান্দা আমার উপর ঈমান এনেছে আবার কুফরিও করেছে। যে বললো: আল্লাহর রহমত ও তাঁর কৃপায় আমাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হয়েছে সে আমার উপর ঈমান এনেছে আর গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে কুফরি করেছে। আর যে বললো: অমুক অমুক নক্ষত্রের উদয়স্তের দরুন আমাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হয়েছে সে আমার সাথে কুফরি করলো আর গ্রহ-নক্ষত্রের উপর ঈমান আনলো"।[২৯]

অনুশীলনী:

১. গায়েব মানে কী? গায়েব যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন এর দলীল কী?
২. কাকে আল্লাহ তা'আলা কিছু কিছু গায়েবের ব্যাপার জানিয়ে থাকেন?
৩. একজন গণক তার ধারণা মতে কীভাবে কিছু কিছু গায়েবের সংবাদ দিতে পারে?
৪. যে ব্যক্তি গায়েবী জ্ঞানের দাবি করে তার বিধান কী? দলীলসহ উল্লেখ করো।
৫. গায়েবের জ্ঞান দাবি করার কিছু ধরন উল্লেখ করো।

[২৯]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ২/৫২২ আল-ফাতহ হাদীস ১০৩৮ মুসলিম: ১/৮৩ হাদীস ৭১.

৬. বিধান উল্লেখসহ যাদুর সংজ্ঞা দাও।

৭. اَلْكِهَانَة এর অর্থ কী এবং এর বিধান কী?

৮. اَلتَّنْجِيْم এর সংজ্ঞা দাও এবং কারণসহ এর বিধান উল্লেখ করো।

৯. এ জাতীয় ভবিষ্যদ্বক্তাদের নিকট নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য কিছু লোকের সেখানে যাওয়ার বিধান বর্ণনা করো।

*** আমি যা জানতে চাইঃ**

১. কবর যিয়ারতের বিধান।

২. الْأَضْرِحَة ও الْـمَزَارَات এর অর্থ, সেগুলোকে সম্মান করা এবং সেগুলোর নৈকট্যার্জনের বিধান দলীলসহ উল্লেখ করো।

৩. সমাজের উপর এগুলোর ভয়ানক প্রভাব।

٨- تَعْظِيْمُ الْأَضْرِحَةِ وَالْـمَزَارَاتِ وَالتَّقَرُّبُ إِلَيْهَا بِالْقَرَابِيْنِ وَالنُّذُوْرِ

৮. কবর ও মাযারকে সম্মান করা এবং কুরবানী ও মানতের মাধ্যমে সেগুলোর নৈকট্যার্জন করা

ভূমিকাঃ

কবর যিয়ারত করা কখনো শরীয়তসম্মত হয় আবার কখনো হারাম ও নিষিদ্ধ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত মুসলমানদের জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা অথবা মৃত্যুর কথা স্মরণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করে তার এ কবর যিয়ারত শরিয়তসম্মত ও প্রশংসনীয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদেরকে তা করার জন্য অনুমতি দিয়েছেন। বরং তিনি নিজেও তা বেশি বেশি করতেন।

আর নিষিদ্ধ যিয়ারত মানে কবর যিয়ারতের জন্য একজন মুসলমানের সফর করা। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন। তেমনিভাবে সেগুলোর মাধ্যমে বরকত হাসিল করা, সেগুলোর নিকট দু'আ করা এবং সেগুলোর তাওয়াফ করা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা শিরকের একটি অন্যতম মাধ্যম। বরং কখানো তা শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। যদি কেউ কবরবাসীকে ডাকে কিংবা তার নিকট ফরিয়াদ করে।

الْأَضْرِحَة ও الْـمَزَارَات এর অর্থ:

الْأَضْرِحَة মানে মূর্খরা যে কবরগুলোকে সম্মান করে সেগুলো।

الْـمَزَارَات মানে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে যে কবর, জায়গা, নিদর্শন ইত্যাদির যিয়ারত করা হয় সেগুলো।

الْقَرَابِيْن শব্দটি **قُرْبَانٌ** শব্দের বহুবচন। যে খাদ্য, জবাই ও মানতের মাধ্যমে কারো নৈকট্য অর্জন করা হয়।

النُّذُوْر শব্দটি **نَذْرٌ** শব্দের বহুবচন। যে নেকের কাজ মানুষ নিজের উপর

বাধ্যতামূলক করে নেয়।

কবর ও মাযারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সেগুলোর নৈকট্যার্জনের বিধানঃ

কবর ও মাযারের নিকট মোমবাতি জ্বালিয়ে, সেগুলোর উপর ঘর বানিয়ে এবং সেগুলোর নিকট কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করে সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হারাম বিদআত। যা শিরকে লিপ্ত হওয়ার উসিলাও বটে।

কিন্তু দু'আ, ফরিয়াদ ও মানত পেশ করার মাধ্যমে কবরবাসীদের নৈকট্যার্জন করা বড় শিরক যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"আল্লাহর লা'নত পড়ুক ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর যারা নিজেদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে"।[৩০]

এ সকল বিদআতের কিছু ভয়ানক প্রভাবঃ

১. বিদআত, কুসংস্কার ও নষ্ট চিন্তা-চেতনার প্রচার ও প্রসার।

২. আল্লাহর সাথে শিরকের ব্যাপক প্রচলন।

৩. মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা। এটি সাধারণত কবর ইত্যাদির খিদমতে নিয়োজিত পাহারাদার ও রক্ষকরা করে থাকে।

৪. আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয়া।

অনুশীলনীঃ

১. কবরের শরীয়তসম্মত ও নিষিদ্ধ যিয়ারত সম্পর্কে আলোচনা করো।

২. নিম্নোক্ত শব্দগুলোর সুস্পষ্ট অর্থ বর্ণনা করোঃ

الْأَضْرِحَةُ، وَالْمَزَارَاتُ، وَالْقَرَابِيْنُ وَالنُّذُوْرُ.

৩. নেককারদের কবর থেকে বরকত হাসিল করা এবং সেগুলোকে সম্মান করার বিধান কী? যা বলবে দলীলসহ বলবে।

---

[৩০]. ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেন। ৩/২৫৫ আল-ফাতহ হাদীস ১৩৯০.

*** আমি যা জানতে চাইঃ**

১. দলীলসহ কবর যিয়ারতের বিধান।

২. দলীলসহ কবর যিয়ারত বিধিবদ্ধ হওয়া এবং তা পুরুষের সাথে বিশেষিত হওয়ার কারণ।

৩. কবর যিয়ারতের সময় কী বলতে হয়?

৪. কবরের বিদআতী যিয়ারত ও তার বিধান।

৫. দলীলসহ কবর যিয়ারতের জন্য সফর করার বিধান।

৬. দলীলসহ কবর উত্তোলন ও তা পাকা করার বিধান।

٩- زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ

৯. কবর যিয়ারত

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে নবী হিসেবে পাঠানোর পূর্বে লাভ হাসিল ও ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য মানুষের মাঝে আল্লাহ ব্যতিরেকে গাছ, মূতি ইত্যাদিকে ডাকার ব্যাপক প্রচল ছিলো। এ জন্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন সকল পথ বন্ধ করে দিতে আগ্রহী হলেন, যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত ও দু'আয় শিরক করার দিকে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। তাই তিনি মানুষকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন। যাতে তা আল্লাহ ব্যতিরেকে কবরবাসীদেরকে ডাকা ও তাদের জন্য ইবাদাত সম্পাদন করার হেতু না হয়ে যায়। তবে যখন মানুষের আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়ে গেলো এবং তারা শিরকের কর্দমতা থেকে নিষ্কৃতি পেলো তখনই নবী তাদেরকে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলেন।

কবর যিয়ারতের বিধানঃ

মূলতঃ কবর যিয়ারত করা একটি মুস্তাহাব কাজ। দলীল হিসেবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ... فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"আমি একদা তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছি... তোমরা এখন কবর যিয়ারত করো। কারণ, তা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়"।[৩১]

তেমনিভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বারংবার বাকী'র মৃত মুসলমানদের কবর যিয়ারত করে তাদের জন্য দু'আ করেন।

কবর যিয়ারত করা কি বিশেষ করে পুরুষদের জন্য মুস্তাহাব?

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো তাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করা।

---

[৩১]. ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন। ২/৬৭২ হাদীস ৯৭৭ তিরমিযী: ৩/৩৭০ হাদীস ১০৫৪ তবে শব্দগুলো তিরমিযীর।

কারণ, এ ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত। তেমনিভাবে তাদের দুর্বলতার দরুন কবর যিয়ারতের পর আল্লাহর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ, অধৈর্য ইত্যাদির ন্যায় অনেক ধরনের ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

মহিলাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করার প্রমাণগুলো নিম্নরূপ:

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিম্নোক্ত হাদীস যাতে বলা হয়েছে,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেশি বেশি কবর যিয়ারতকারিণীদেরকে লা'নত করেছেন"।[৩২]

২. ফাসাদের দরুন মহিলাদেরকে জানাযার পিছু নিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই কবর যিয়ারত করা তো তাদের জন্য আরো স্বাভাবিকভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা।

৩. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর যিয়ারতের কারণ বলতে গিয়ে বলেন:

فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

"কেননা, তা অন্তরকে নরম করে, চক্ষুকে অশ্রুসজল করে এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়"।[৩৩]

অতএব, এ যিয়ারতের দরোজা যদি মহিলার জন্য উন্মুক্ত করা হয় তাহলে তা তাকে তার ভেতরকার দুর্বলতার দরুন শোকগাঁথা, বিলাপ ও অধৈর্যের দিকে নিয়ে যাবে।

কবর যিয়ারত বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ:

নিম্নোক্ত দু'টি কারণে কবর যিয়ারত বিধিবদ্ধ করা হয়:

ক. মৃতদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা। যাতে একজন যিয়ারতকারী মৃত্যুকে স্মরণ করে আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

খ. মৃতদেরকে সালাম দেয়া এবং তাদের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করা।

এটিই হলো শরীয়তসম্মত যিয়ারত। এ ছাড়া অন্যান্য যিয়ারত হারাম ও নিষিদ্ধ।

কবর যিয়ারতের দু'আ:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে কবর যিয়ারতের দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি কবর যিয়ারতের সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন:

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.

"কবরেরবাসী মুসলিম ও মু'মিনদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা

---

[৩২]. ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ২/৩৩৭ তিরমিযী: ৩/৩৭১ হাদীস ১০৫৬ তিনি বলেন: হাদীসটি হাসান ও সহীহ।
[৩৩]. ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ৩/২৩৭.

আমাদের পূর্বাপর সবাইকে দয়া করুন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ চাহেনতো আপনাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হচ্ছি"।[৩৪]

বিদআতী কবর যিয়ারতঃ

কিছু মানুষ কবরের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদি আদায় করে এসব কাজ সত্যিই বিদআত ও হারাম। এরচেয়ে আরো নিকৃষ্ট হলো কবরবাসীদের নিকট বরকত এবং তাদের থেকে ফায়েদা হাসিল ও ক্ষতি প্রতিরোধ কামনা করা। কারণ, এমন করা বড় শিরক যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

কবর যিয়ারতের জন্য সফর করার বিধানঃ

যেভাবেই হোক না কেন কবর যিয়ারতের জন্য গাঁটরি বেঁধে সফর করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। কারণ, এটি হারাম কাজ। যেহেতু নিম্নোক্ত হাদীসে উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ছাড়া সাওয়াবের নিয়তে অন্য কোথাও সফর করা জায়িয নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোথাও সাওয়াবের নিয়তে সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মসজিদ এবং মসজিদে আকসা"।[৩৫]

কবর উত্তোলন এবং সেটিকে পাকা ইত্যাদি করার বিধানঃ

নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ থাকা সত্ত্বেও মানুষের মাঝে কবর উত্তোলন, সেটির উপর ঘর ও গম্বুজ বানানো এবং সেটির উপর লেখার বিপুল প্রচার ও প্রচলন রয়েছে। যে হাদীসগুলো নিম্নরূপ:

১. আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا.

"আল্লাহর লা'নত পড়ুক ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর যারা নিজেদের নবীগণের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে নিজ উম্মতকে তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সতর্ক করছেন"।[৩৬]

২. জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে ইরশাদ করেন:

---

[৩৪]. মুসলিম: ২/৬৭১ হাদীস ৯৭৪.

[৩৫]. বুখারী: ৩/৬৩ আল-ফাতহ, হাদীস ১১৮৯ মুসলিম: ২/১০১৪ হাদীস ১৩৯৭.

[৩৬]. বুখারী: ১/৫৩২ আল-ফাতহ হাদীস ৪৩৫ মুসলিম: ১/৩৭৭ হাদীস ৫৩১.

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদের নবী ও নেককারদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। সাবধান, তোমরা কিন্তু কবরগুলোকে মসজিদ বানাবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি"।[৩৭]

৩. ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ.

"নিশ্চয়ই সর্বনিকৃষ্ট মানুষ ওরা যাদের জীবদ্দশায় কিয়ামত এসে পড়েছে এবং যারা কবরগুলোকে মসজিদ বানায়"।[৩৮]

কবর যিয়ারতের ব্যাপারে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সুন্নতের অবস্থা উপরন্তু তাঁর সাহাবীদের অবস্থা এবং আজকের মানুষের অবস্থার উপর বিবেচনা করলে উভয় অবস্থার মাঝে কঠিন বৈপরীত্ব উপরন্তু উভয় অবস্থার মাঝে সমন্বয় সাধন অসম্ভব হওয়া সুস্পষ্ট হয়। সেগুলোর কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করে।

২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা সেগুলোর উপর মসজিদ নির্মাণ করে সেগুলোকে মাশাহিদ বা পরিদর্শনের জায়গা বলে নাম দিয়েছে।

৩. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোর উপর বাতি জ্বালাতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা সেগুলোর উপর বাতি ও ফানুস জ্বালাচ্ছে।

৪. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোকে ঈদগাহ বানাতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা সেগুলোকে ঈদগাহ ও পরস্পর একত্রিত হওয়ার মৌসুম বানিয়েছে।

৫. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোকে সমান করতে আদেশ করেছেন। অথচ এরা সেগুলোকে উত্তোলন করছে।

৬. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরগুলোর উপর লিখতে নিষেধ করেছেন। অথচ এরা সেগুলোর উপর লেখেই চলেছে।

---

[৩৭]. ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেন। ১/৩৭৭-৩৭৮ হাদীস ৫৩২.

[৩৮]. ইমাম আহমাদ হাদীসটি বর্ণনা করেন। ১/৪৩৫ ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনু কাসীর (রাহিমাহুমাল্লাহ) বলেন: এ হাদীসটির সূত্র ভালো এবং এটিকে ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান বিশুদ্ধ বলেছেন।

অনুশীলনী:

১. দলীল বর্ণনাসহ কবর যিয়ারতের বিধান উল্লেখ করো।

২. মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের বিধান কী? দলীলসহ নিজের কথাগুলো পরিষ্কার করো।

৩. কবর যিয়ারত শরীয়তসম্মত হওয়ার হিকমত উল্লেখ করো।

৪. কবরের নিকট দু'আ, সেগুলোর অধিবাসীদের নিকট বরকত কামনা এবং সালাতের সময় সেগুলোকে সামনে রাখার বিধান কী?

৫. কবর ও পরিদর্শনের জায়গাগুলো যিয়ারত করার জন্য সফর করা জায়িয আছে কী? নিজ কথাগুলোর দলীল উল্লেখ করো।

৬. কবরগুলোর উপর ঘর নির্মাণ করা এবং সেগুলোকে মসজিদ বানানোর বিধান কী? তোমার উত্তরটি দলীলসহ উল্লেখ করো।

৭. কবরগুলোর উপর লেখা, সেগুলোকে পাকা ও উত্তোলন করা এবং সেগুলোকে আলোকসজ্জিত করার মাধ্যমে কবরের ব্যাপারে মানুষের পক্ষ থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর আদর্শের বিরোধিতা কতদূর পৌঁছেছে সেটি বর্ণনা করো। বর্তমান যুগের মুসলমানদের বাস্তবতার আলোকে সেটিকে সুস্পষ্ট করো।

বিষয় সূচীঃ

বিষয় পৃষ্ঠা